بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল সবুহ্ ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানি) মসজিদ হতে প্রদত্ত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর জলসা সালানা তিন দিনের অগণীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। অতএব এই সব কর্মী আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে। কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, আল্লাহ্ তা'লা তাদরে পুরস্কৃত করুন। আমিও এসব কর্মীদের বা কর্মী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা সকল অর্থে জলসাকে কৃতকার্য করা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের পুরো শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে সকল প্রকার সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ভবিষ্যতে অধিক সেবার বা খিদমতের তৌফিক দান করুন।

জার্মানীতে জলসা চলাকালে অ-আহমদীদের ওপর যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। বসনিয়া থেকে আগত একজন মেহমান ইবরাহীম সাহেব বলেন, আহমদীয়াতই প্রকৃত সত্য যারা কুরআনের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ওপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছে হুযূরের খুতবা এবং বক্তৃতার। এসব খুতবা এবং বক্তৃতা আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে। আর সকল অর্থে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত, আশ্বস্ত এবং এখন আমি বয়আত করছি, আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছি, এখন আমি আপাদমস্তক খলীফাতুল মসীহ্র হয়ে যেতে চাই। আমি তার নৈকট্য পেতে চাই। আপনাদের সংগঠন, আপনাদের ভালোবাসা এবং শান্তি আমাকে পাগলপ্রায় করে তুলেছে। দিওয়ানা করে তুলেছে।

এক বন্ধু রিয়াজ সাহেব, তিনি বলেন, জলসা সালানার এই দৃশ্য ছিল আমার জন্য যারপরনাই আশ্চর্যজনক। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ, মানবিক মূল্যবোধ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষ ভ্রাতৃত্বের এই পরিবেশ আমার মতে আহমদীয়াত ছাড়া পৃথিবীর কোথাও চোখে পড়ে না সর্বত্র শুধু ভালোবাসাই আমি দেখেছি। খলীফার বিভিন্ন বক্তৃতা আন্তরিক আবেগের পরিচায়ক। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, পৃথিবীতে ইসলামের একান্ত সুন্দর এই চিত্র অন্য কোন ফির্কার কাছে নেই। এই সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর আমার এবং আমার পরিবারের আহমদীয়াত গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। ফিরে এসে সবকিছু যখন আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে বললাম যে, আমরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি তখন তারা বলা আরম্ভ করে যে, আপনারা আমাদেরকে কেন অবহিত করেননি। আমাদেরকে কেন সাথে নিয়ে যাননি। আমরাও এসব কথা শুনার পর আহমদীয়াতভুক্ত হতে চাই।

আরেক বন্ধু সালমান সাহেব। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এমন সুশৃঙ্খল জনসমাবেশ জীবনে কখনো দেখিনি। মানুষের স্বভাব চরিত্র তাদের সদ্ব্যবহার প্রেম সমৃদ্ধ ভালোবাসা আহমদীয়াত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি না। সবকিছু দেখে আজকে আমি আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি।

বসনিয়ার একজন অতিথি ছিলেন যার নাম বায়রন সাহেব। তিনি বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করছি, যোগ দিয়েছি। জলসার সময় আহমদীয়াতকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। জামাত সম্পর্কে সমধিক পরিচিত হয়েছি। এটি সত্য জামাত। যারা সঠিক পথে বা সিরাতে মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত। জলসায় আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শুনে তাঁর হাতে বয়আতের সিদ্ধান্ত নেই আর বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে যোগ দিই।

এরপর বেলজিয়াম থেকে আগত একজন অতিথির নাম হলো গ্যারিও সাহেব। তিনি বলেন, সব মুসলমানকে বলবো এটিই ইসলাম ধর্ম আর এই ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ কর। আমি এই কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমি খলীফার সামনে রয়েছি আজকে খলীফার সামনে বয়আতের জন্য আমি উপস্থিত। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমার মনে আছে মৌলভীদের কাছে এই হাদীস শুনতাম যে, প্রত্যাশিত প্রতিক্ষিত মাহদী আসবেন। আজকে আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে আর সবকিছু আমি স্বচক্ষে প্রতক্ষ্য করেছি।

এরপর মেসিডোনিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকেও মানুষ এসেছে। যেভাবে পূর্বেই আমি বলেছি। এক খ্রিস্টান বন্ধু টোনিয়েক বলেন, আমার বয়স ৫২ আর জীবনে এত সুশৃঙ্খল গণসমাবেশ কখনো দেখিনি। জলসার ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। যুক্তরাজ্যেও নয় আর এখানেও নয়। সাংবাদিকরা সচরাচর খুবই সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে কিন্তু আহমদীদের এটি সৌন্দর্য যে, সবকিছু তিনি এখানে ভালো দেখেছেন।

একজন অ-আহমদী মুসলমান সাংবাদিক নাম হলো সিনাদ সাহেব। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনায় আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। জীবনে প্রথমবার আমি দেখেছি যে, এক জায়গায় এত ব্যাপক বড় সংখ্যায় মানুষ সমবেত হয়েছে। সবাই সুসভ্য। কারো চেহারায় রাগ এবং ক্রোধ ছিল না। কাউকে হেয় মনে করার কোন দৃশ্য আমি দেখিনি। খলীফার বক্তৃতায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। শক্তিশালী বক্তৃতা ছিল যা সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর বক্তৃতা মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে। আমার সাথে এক বন্ধু এসেছেন যিনি খ্রিস্টান। জলসার শুরু থেকেই তার ওপর এত গভীর প্রভাব ছিল যে, ভাষায় তা বর্ণনা করার মত নয়।

এরপর বসনিয়ার এক বন্ধুর নাম হলো ডক্টর আদেল। তিনি বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম নিজ বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। তিনি বলেন, ডাক্তার হিসেবে গত ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি। কিন্তু এমন ব্যবস্থাপনা আর এত শৃঙ্খলা আমার আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। ইসলামের ভিত্তি হলো আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার ওপর। এই বৈশিষ্ট্যই আমি এই জলসায় লক্ষ্য করেছি।

আরেকজন অতিথির নাম হলো দানিয়াল সাহেব। তিনি বলেন, জলসা সহস্র সহস্র আধ্যাত্মিক মৃতদের জীবন দানকারী ছিল আর সেই আধ্যাত্মিক মৃতদের মাঝে আমিও একজন যার জলসায় অংশগ্রহণে নতুনভাবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়েছে।

বসনিয়া থেকে একজন অ-আহমদী নূরিয়া সাহেব তিনি বলেন, মানুষের কাছে জলসার কথা শুনতাম কিন্তু কখনো জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। এবার জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি অভ্যন্তরীণভাবে বদলে গেছি।

রোমানিয়ার এক নতুন বয়আতকারীর নাম হলো ফ্লোরিয়ান সাহেব। তিনি বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত। প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ সুপরিমিত এবং সর্বোত্তম। কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে এটি বলা কঠিন যে, এতে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি রয়েছে। এক কথায় প্রতিটি কর্মী নিজের কাজে পুরোপুরি মগ্ন নিমজ্জিত মেহমানদের সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ। বয়আতের অনুষ্ঠানেও তিনি যোগদান করেন। এই সম্পর্কে অভিব্যক্তি এইভাবে তুলে ধরেছেন যে, বয়আতের সময় আনন্দের এক তরঙ্গ এবং এক বিশেষ অনুভূতি বিরাজমান ছিল আমার ভিতর যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হৃদয়ে এক বিশেষ পরিস্থিতি অনুভব করি। বয়আতের সময় আমার লোম শিউরে উঠে। এমন মনে হয় যেন একটি বৈদ্যুতিক ফিল্ড বিরাজমান। সবাই এক আকর্ষণের আবর্তে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই জলসা আমার জন্য স্বপ্নের চেয়ে কম ছিল না।

বুলগেরিয়া থেকেও অনেক বড় এক প্রতিনিধি দল এসেছে। ৭৬ সদস্য বিশিষ্ট যাদের মাঝে ২৫ জন ছিলেন আহমদী। বাকি সবাই ছিলেন অ-আহমদী। ডক্টর ব্যবসায়ী অবসর প্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা শিক্ষকও ছিলেন। এক অতিথিনী মেগডা সাহেবা তিনি বলেন, ইউরোপীয় দেশে বহু শরণার্থী আসছে। স্থানীয়রা তাদেরকে ঘৃণা করে। এক অস্বস্তিকর পরিবেশের উন্মেষ ঘটছে। এ সম্পর্কে সেই ভদ্রমহিলা বলেন, খলীফা সম্পর্কে যে, আপনি যেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা হৃদয়কে ছুয়ে যায় এবং সমস্ত উৎকণ্ঠার সমাধান। অনুরূপভাবে আপনি নর ও নারীর অধিকার এবং দায়িত্বের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এর আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়েছে। সুতরাং অমুসলিমদের প্রভাবিত হওয়া আমাদের কাছে কিছু দাবিও রাখে তাহলো আমাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে গভীর সচেতন হওয়া এবং আমাদের কর্মে তা প্রকাশ পাওয়া।

মালটা থেকেও একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করে যাদের মাঝে ছিলেন একজন ডাক্তার তিনি বলেন, জিহাদের যে সংজ্ঞা আহমদীয়া মুসলিম জামাত উপস্থাপন করে যদি পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠি এটি শিরোধার্য করে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। সর্বত্র শান্তি এবং সম্প্রীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। । তিনি আরো বলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে আমি জলসা সালানায় এসেছি আর এই জলসায় যোগদান এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্যাবলী বিশেষ করে দ্বিতীয় দিন অমুসলিমদের প্রতি তাঁর বক্তব্যের পর আমি বলতে পারি যে, আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। তিনি আরো বলেন, জিহাদের যে ব্যাখ্যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত উপস্থাপন করে এই সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করে মুসলমানদের পড়ানো উচিত। আর এভাবে অ-মুসলিমদেরকেও জিহাদের প্রকৃত মর্ম বোঝানো উচিত। তিনি বলেন, মালটার লোকদের মাঝে আহমদীয়াতের আমি তবলীগ করব। তাদেরকে বলবো যে, প্রকৃত ইসলাম তাই যা আহমদীয়াত উপস্থাপন করে।

লাতভিয়া থেকে আগত একজন উকিল আইব্রিড সাহেব বলেন, প্রথমবার জলসা সালানায় যোগদানের সুযোগ হয়েছে। আমি আমার জীবনে আপনাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে বা বেশি সাহায্যকারী এবং সেবাকারী মানুষ দেখিনি। জলসা সালানায় যোগদান আমার জন্য গর্বের কারণ। ফিরে গিয়ে আমি আমার জীবন সম্পর্কে আরো ভাববো।

একজন মেহমান অতিথি নাম হলো টিনা তিনি বলেন, জার্মানীর জলসা সালানায় মহিলাদের তাবুতে প্রদত্ত বক্তৃতায় মহিলাদের অধিকার এবং তাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ সংক্রান্ত বক্তৃতা ছিল যা ইসলামে মহিলাদের পদমর্যাদা

সম্পর্কে খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এখন আমি বলতে পারি যে, ইসলামে মহিলাদের গুরুত্ব কত বেশি।

বেলজিয়াম থেকে আগত একজন অ-আহমদী অতিথি যিনি সেনেগালের অধিবাসী তিনি বলেন, এখানে যে সিস্টেম এবং ব্যবস্থাপনা দেখেছি তা কোথাও চোখে পড়েনি। জামাতে আহমদীয়াই আজকে সত্যিকার অর্থে ইসলামের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

লিথুনিয়া থেকে এসেছেন এমন এক অতিথিনী বলছেন, এই তিন দিনে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমার ধারণা হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম মানুষের প্রাপ্য অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি ফিরে গিয়ে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছাব। অন্যদের মাঝে প্রচার করব। একই সাথে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে, জলসার পর সবচেয়ে বড় কথা যা আমি বলতে চাই তা হলো আমি নিজের মাঝে মহান পরিবর্তন অনুভব করছি।

আরেকজন অতিথির নাম হলো মি. আরাল্ডো। তিনি একজন একাউন্ট্যান্ট। তিনি বলছেন জলসা সালানা মুসলমানদের ভালোবাসা আমার হৃদয়ে সঞ্চার করেছে। মুসলমান শান্তি চায় শান্তি প্রিয় যুদ্ধ নয়। আইসিস ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরে না।

জলসা চলাকালে যেখানে আমরা জলসার কল্যাণে বা বরকতে কল্যাণমন্ডিত হই নিজেদের তরবীয়ত আর সুশিক্ষা আর যা অ-আহমদীদের তবলীগেরও সুযোগ নিয়ে আসে সেখানে আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তির ওপরও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি থাকা উচিত। এ কথা বলার আমার প্রয়োজন নেই বা প্রত্যেকবার সব দুর্বলতার কথা বা সেগুলোকে চিহ্নিত করা আরম্ভ করব এটি আমার জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি থেকেই থাকে। কোন ব্যবস্থাপনা এক শত ভাগ কখনো নিখুঁত হতে পারে না। যেখানে আমরা খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে রেখেছেন সেখানে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণও করতে হবে বিশেষ করে ব্যবস্থাপনাকে। দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সেগুলোকে সন্ধান করুন। কোথায় আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। এরপর আমি পূর্বেও বলেছি যে, একটি রেড বুক থাকা চাই যাতে সব ভুল ভ্রান্তির নোট থাকবে আর ভবিষ্যতে এসব দূর করার চেষ্টা করুন। এভাবে আমাদের ব্যবস্থাপনা উন্নত হতে পারে। অফিসার জলসা সালানার দায়িত্ব হলো সব বিভাগের পরে মিটিং করা। তাদের বলুন যে, আপনারা স্ব স্ব বিভাগের দুর্বলতা গুলো লিখে আনুন। যেখানেই কোন দুর্বলতা দেখেন তা লিপিবদ্ধ করুন। যেন পরস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এর উন্নত সমাধান সামনে আসে। আর পরবর্তী বছরের ব্যবস্থাপনা যেন উন্নত হয়। মানুষের পক্ষ থেকে যদি কোন সংশোধনযোগ্য এমন বিষয় সামনে আসে যা মনোযোগ চায় তাৎক্ষণিকভাবে বড় মনের পরিচয় দিয়ে সেই অভিযোগ দূর করার জন্য ভবিষ্যতে এর যথাযথ এবং দৃঢ় পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন।

এই সফরকালে কিছু মসজিদের ভিত্তি রাখার এবং কিছু মসজিদের উদ্বোধনেরও সৌভাগ্য হয়েছে। আর এগুলোও তবলীগের কারণ হয়ে থাকে। অ-আহমদী অতিথি এসে ইসলাম সম্পর্কে যখন ইনফরমেশন সংগ্রহ করেন এসব কথা তাদের জন্য আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে যে, ইসলামী শিক্ষার এই দিকটা পূর্বে কখনো আমরা দেখিনি আর কখনো আমাদেরকে দেখানোও হয়নি। এই সম্পর্কে কিছু ইম্প্রেশানস্ বা উপলব্ধি আবেগ অনুভূতি তুলে ধরছি।

এক মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একজন স্প্যানিশ খ্রিস্টান বলেন যে, আমার এক ছেলে এক বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করে এতে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই কেননা আমি ক্যাথলিক খ্রিস্টান। আমার নিজ ধর্মের ওপর আমি কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমার আক্ষেপ এটি ছিল যে, আমার ছেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছল। ইসলামকে আমি ক্ষতিকর মনে করতাম। যাহোক আজ আপনাদের খলীফাকে দেখেছি তাঁর কথা শুনেছি। আর আমার সত্যিকার শান্তির উপলব্ধি হয়েছে। আমি এখন আশ্বস্ত যে, আমার ছেলে ভালো জায়গায় এসেছে।

আরেক অতিথিনী নাম হলো কেরুলা সাহেবা, তিনি বলেন যে, আমার খারাপও লেগেছে আর আক্ষেপও হলো এজন্য যে, আপনাদের খলীফাকে বারবার বলতে হলো যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু আমি বুঝি যে, পৃথিবীতে আজকাল ইসলাম সম্পর্কে যে অপপ্রচার চলছে, এত ভ্রান্ত কথা ইসলামের প্রতি আরোপ করা হয় যে, মানুষকে বোঝানোর জন্য বারবার এ কথা বলাও আবশ্যক। তিনি বলেন যে, বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম শান্তির প্রচারক। তিনি যেভাবে কথা বর্ণনা করেছেন কোন বিরোধী তা খন্ডন করতে পারবে না। তাঁর বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট। সবার একে অন্যকে বুকে টেনে নেয়া উচিত। প্রেমন প্রীতি ভালোবাসার মাঝে জীবন যাপন করা উচিত। আহমদীয়া মসজিদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু একটি আক্ষেপ আমাকে প্রকাশ করতেই হবে আর আমার অভিযোগ হলো মসজিদ এবং গির্জার মর্যাদা যেখানে সমান মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান আর গির্জা খ্রিস্টানদের, কিন্তু গির্জা শহরের কেন্দ্রে নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় আর মসজিদকে শহরের বাইরে নির্মাণ করতে হয়, তাদেরকে দূরে আসতে হয় নামাযের জন্য

অর্থাৎ কাউন্সিল কেন শহরে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয় না। এখন তাদের মাঝে এমন লোক দন্ডায়মান হচ্ছে যারা পূর্বে ছিল মসজিদের বিরোধী এখন মসজিদের সমর্থনে কথা বলছে এসব অনুষ্ঠান মালার কারণে। মসজিদের উদ্বোধনের কল্যাণে আমাদের মসজিদও তার কথা হলো শহরের কেন্দ্রে নির্মিত হওয়া উচিত।

মেয়র সাহেব এক জায়গায় বলেন যে, আমার বড় গর্ব ছিল যে, আমি আপনাদের জামাতকে জানি কিন্তু আজকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলামী সহানুভূতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে সাহায্য করা সংক্রান্ত আরো কিছু শিখার সুযোগ হয়েছে। এ সম্পর্কে হুযূর ব্যাখ্যা করেছেন। খলীফা যখন বলেন যে, ইসলাম গির্জার সুরক্ষারও শিক্ষা দেয় আর অন্য সব ধর্মের অনুসারীদের নিরাপত্তারও শিক্ষা দেয় এর ভিত্তিতে।

আরেকজন অতিথির নাম হলো মি. স্টিফেন। তিনি বলেন, আজকে ইসলামের মৌলিক নীতি আমি শিখেছি। আরেক জন অতিথিনী বলেন যে, খলীফার বার্তা, বাণী এবং বক্তব্য শুনেছি প্রতিবেশীদের প্রেক্ষাপটে। প্রতিবেশী সংক্রান্ত এমন মহান শিক্ষার কথা পূর্বে কখনো শুনিনি। যদি সবাই প্রতিবেশীর অধিকার দেয়া আরম্ভ করে যেভাবে আপনাদের খলীফা বলেছেন তাহলে পৃথিবী শান্তির কেন্দ্রস্থলে, শান্তিধামে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন, খলীফা বলেন যে, নিজের অধিকার দাবি করার পরিবর্তে অন্যের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান কর। এটি শান্তির পূর্ণ সংজ্ঞা হতে পারে।

একজন জার্মান পুরুষ বলেন যে, আমি এটি শুনে আনন্দিত যে, আপনাদের খলীফা পুরুষ মহিলার করমর্দন সংক্রান্ত বিষয়টি খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শোনা আমার জন্য সম্মানের কারণ। তাঁর যুক্তিকে কোনভাবে খন্ডন করা সম্ভব নয়। যেই যুক্তি তিনি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের সমাজের জন্য এটি অভিনব কোন বিষয় নয় যে, মহিলারা পুরুষের সাথে করমর্দন করে না কিন্তু খলীফা সঠিক বলেছেন যে, এক শান্তিপূর্ণ এবং সহনশীল সমাজে আমাদের পরস্পরের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

হুজুর (আইঃ) বলেন, একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যদের সাথে কথা বার্তায় নিজেদের ধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানের কথা যখন বলেন তখন প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা উচিত যেন আপনাদের কথা তাদের কর্ণগোচরও হয় আর তাদের আবেগ অনুভূতিতেও যেন আঘাত না আসে। সুতরাং স্মরণ রাখবেন জোর জবরদস্তি করে কাউকে আমরা কিছু মানাতে পারি না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা থেকে আমরা বিচ্যুতও হতে পারি না। আমাদের কোন বিষয়ে লজ্জা পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় কোন বিষয়ে। ইসলামী শিক্ষা এমন মহান শিক্ষা যে, কোন আহমদী ছেলে বা মেয়েকে বা নর ও নারীর হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি জগতবাসীকে ইসলামের পতাকাতলে আমাদের সমবেত করতে হয় তাহলে সব বিষয়ে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমাদের তুলে ধরতে হবে। এবং সৎসাহস প্রদর্শন করতে হবে।

কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও মেনে চলুন। আর তাদরেকে বলুন যে, ইউরোপে এসেও ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আমাদের কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে মেয়েরা নিজেদের পোষাক এবং পর্দা সম্পর্কেও যত্নবান হোন। নিজেদের লজ্জাশীলতা এবং সম্ভ্রমে কোন আঘাত আসতে দিবেন না। মহিলা সংগঠনের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনকেও খোদ্দামের তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আনসারুল্লাহ্‌রও নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হলে চলবে না। সব সংগঠন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনা জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের প্র্যাক্টিক্যাল দুর্বলতা সামনে রেখে তরবীয়তি বা প্রশিক্ষনমূলক প্রোগ্রাম প্রনয়ণ করুন এবং সে অনুসারে সর্বোত্তম ফলাফল লাভের চেষ্টা করুন। অন্যরা এখন আপনাদের দিকে দেখা আরম্ভ করেছে আর দেখবে যে, আপনাদের আমল কেমন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 9th Sep, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B